[redacted]

আত্মবোধ।

অর্থাৎ

শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তদর্শনান্তর্গত

আত্মতত্ত্ব বোধোপযোগি গ্রন্থ, নানা যুক্তি

সহকারে গৌড়ীয় সাধু ভাষায়

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধিকর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া

মূলের সহিত

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে

শ্রীযুক্ত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১,৭৮০।

[মূল্য (।০) চারি আনা মাত্র।]

আত্মবোধাখ্যগ্রন্থঃ ।

ভূমিকা।

প্রণম্য ব্রজগোপালপাদাম্ভোরুহমন্বহং।
ব্যাখ্যান মাত্মবোধস্য ক্রিয়তে দেশভাষয়া ।।

পরমেশ্বরের অবিচিন্ত্য সামর্থ্য কৌশলদ্বারা উদ্ভূত এই সুবিশাল অবনীমণ্ডলমধ্যে পশু পক্ষি কীটপ্রভৃতি বহুতর ভিন্ন২ প্রাণিসমূহ অপেক্ষা মানবমণ্ডলীর জ্ঞান-জ্যোতির আতিশয্যহেতু তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে। জ্ঞান যে কি অমূল্য পদার্থ ও ইহার কীদৃক্ আনন্দ-সম্পাদকতা তাহা বাগাড়ম্বর দ্বারা অভিনয়ন করা সুসাধ্য হয় না। আমরা যৎকালে যে কোন অভিনব বস্তুর স্বরূপ কি সত্তাপ্রভৃতি জ্ঞান করিতে অগ্রসর হই, তৎকালে আমাদের চিত্তবৃত্তি অতুল আনন্দ-সন্দোহে নিমগ্না হইতে থাকে। এই কারণবশতঃ কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেই জ্ঞানামৃত আস্বাদ লালসায় সর্ব্বদা ব্যাকুল। বালকবৃন্দ স্বীয়২ জননীর ক্রোড়ে লালিত হইয়া উক্ত জ্ঞানামৃতের স্বাদু আস্বাদ মানসে তদীয় মুখনিঃসৃত বাক্যাবলি শ্রবণে ব্যগ্রতা প্রকাশ করত স্বীয়২ মাতৃগণের স্নেহ সুধাশীকরে সিঞ্চিত হয়। যুবাগণ এই কারণবশতই নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শন-নিমিত্ত অনেকে কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও দেশ বি-

দেশ ভ্রমণে তৎপর হয়েন। এবং অনেকে পুরাণ ইতিহাসাদির আশ্চর্য্য উপাখ্যানসমূহ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিত্য২ পণ্ডিতগণের উপাসনা করেন। কেহ২ বা স্বয়ং তদর্থাবধারণ নিমিত্ত অধ্যয়নশীল হইয়া ঘোরতর তিমিরাবৃত রজনীতে পুস্তকোপরি নেত্র নিঃক্ষেপণ করত একাকী নিস্তব্ধ হইয়া দীপালোকের সহিত কালক্ষেপণ করেন। বৃদ্ধগণ এতদভিলাষেই আকুল হইয়া স্বীয়২ সমবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের সহিত একত্রাবস্থিতিপূর্ব্বক নিয়ত গল্পোপলক্ষে বিবিধকল্পনার জল্পনা করিয়া স্বস্ব চিত্তের পরম সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এবম্ভুত সাংসারিক অন্যান্য বস্তুর জ্ঞানামোদ অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান যে কি প্রকার আনন্দ বৃদ্ধিকর ও হিতকর হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া সীমা প্রাপ্ত হয় না। এই আত্মতত্ত্ব অনেকে অনেক রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কেহ২ সাংসারিক সুখ দুঃখাদির সাধনভূত এতৎ স্থূলদেহকে পরম প্রেমাস্পদ বিবেচনায় আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করেন। কিন্তু জ্ঞানিগণ ক্ষণে২ এতদ্দৈহিক অবস্থাসমূহের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করিয়া তাহাকে অনিত্য বিবেচনা ও প্রকৃত আত্মতত্ত্বহইতে দেহকে ন্যূন প্রেমাস্পদ বোধ করিয়া তদ্রূপে স্বীকার করেন না। যদিও সামান্য দৃষ্টিতে অন্যান্যাপেক্ষা এতদ্দেহের প্রেমাস্পদতা অবধারিত আছে তথাপি ইহা রোগ শোক জরাপ্রভৃতির দ্বারা জীর্ণ হইলেও মনুষ্যাদির জীবিতাশা জীর্ণতা পায় না এইহেতু তাহাদিগের দেহকে পরম প্রেমাস্পদ বলা যায় না। এবং এতদ্দেহহইতে যৎকালে আত্মতত্ত্বের অবসৃতি হয় তৎকালে দেহের অখণ্ড অবয়বসমূহের সত্ত্বেও চৈতন্যানুভব থাকে না। এতন্নিমিত্ত কেহ২ প্রাণশ্রেণীকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করেন, যেহেতু প্রাণসমূহ

দেহহইতে নিঃসৃত হইলে দেহের সমুদায় চেষ্টা ও চৈতন্যের অভাব হয়। এবিষয়ে বিজ্ঞ-ব্যক্তিরা অনুমান করেন যে প্রস্তাবিত প্রাণসমূহ দেহাদির চেষ্টার নিমিত্ত বটে কিন্তু চৈতন্যের উদ্ভাবক নহে, যেহেতু তৎসমূহ বায়ুবিকার। যদ্যপি বায়ুনিচয়ের চৈতন্যাধারকতা সামর্থ্য থাকিত তবে ভস্ত্রাযন্ত্রপ্রভৃতিরও অবশ্যই চৈতন্য থাকা অনুভূত হইতে পারিত ও নিদ্রাকালেও মনুষ্যাদির জাগ্রৎতুল্য জ্ঞান ও চেষ্টাদি থাকিবার অসম্ভব হইত না। কারণ তৎকালেও প্রাণবায়ুর সত্তা থাকে, এতাবতা কেহ২ প্রাণবায়ুকে কেবল দৈহিক চেষ্টার কারণরূপে স্বীকারপূর্ব্বক মনস্তত্ত্বকে আত্মা বলিতে বাধিত হয়েন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিনিকর তাহাও মনোহর বোধ করেন না। কেননা মনস্তত্ত্ব কেবল সঙ্কল্পময় স্বভাববিশিষ্টতাহেতুক বিকারি, এজন্য অনিত্য অথচ অভিমানকারিণী বুদ্ধিবৃত্তির অধীন। অতএব অন্য কেহ২ উক্ত বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করেন, যদ্দ্বারা আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি অভিমান জন্মে। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাও স্বীকার করেন না। কারণ উক্ত বুদ্ধিবৃত্তি কেবল মায়ার কার্য্য এপ্রযুক্ত সুষুপ্তিকালে তাহা স্বীয় কারণভূত মায়াতে লীনা হইয়া থাকে। এতাবতা স্বভাবতঃ যে অজ্ঞানরূপ মায়ার কার্য্য সেও কি সমস্ত জ্ঞানের উদ্দীপক হইতে পারে? এইরূপ অজ্ঞানাত্মবাদপর্য্যন্ত নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবৈদিক মতসমূহ স্বীকার করিলে যথার্থতত্ত্ব বোধ না হইয়া প্রত্যুত ভ্রমজালে পতিত হইতে হয়। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্ব অঙ্গীকার পুরঃসর বেদান্ত শাস্ত্রের অনুগত এই আত্মবোধাখ্য গ্রন্থ ভগবান শঙ্করাচার্য্যদ্বারা বিরচিত হইয়াছে। যে চৈতন্য পদার্থ পূর্ব্বোক্ত দেহ ও প্রাণ ও মন এবং বুদ্ধিপ্রভৃতি সমস্ত বস্তু

অবভাসনপূর্ব্বক স্বয়ং স্বপ্রকাশ স্বভাবে ঈশ্বরাদি কীট-পর্য্যন্ত সমুদায় জীবদ্দেহে আত্মারূপে ও অন্যান্য বস্তুর সত্তারূপে অবস্থান করিতেছে, সেই জ্ঞানরূপী চৈতন্য পদার্থ অনাদি ও অবিনাশী। ইহার নবীন উদ্ভব যে কোন ব্যক্তি স্বীকার করেন, তন্মতে ঈশ্বরপদার্থেরও অস্তিতা নির্দ্ধারিতা হয় না। কারণ তাদৃশ ব্যক্তির স্বাভিমত ঈশ্বরপদার্থ কিরূপ তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরসৃষ্ট ভূত ভৌতিক কার্য্য ও বুদ্ধি ও মন ও ইন্দ্রিয় এসমুদায় বস্তুহইতে অতিরিক্ত শূন্য, অথবা শূন্যেরও অসাক্ষিক স্থিতির অনুপপত্তিহেতু মিথ্যা, অথচ চৈতন্যরূপ স্বপ্রকাশ সত্য পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত তাহাও মিথ্যা এইরূপ অলীক বাদাপত্তি হয়। বাস্তবিক যাঁহারা পরমেশ্বরের অস্তিতা অঙ্গীকার করেন তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাকে সচেতন কহেন। নতুবা অচেতন বস্তুর কর্ত্তৃত্বপ্রভৃতি কদাপি সম্ভাবিত হয় না। এতাবতা পরমেশ্বর যখন এতৎসমস্ত প্রপঞ্চপদার্থের পারিপাট্যক্রমে রচনা করিয়াছেন তখন তাহা স্বীয় জ্ঞানুসারে করিয়া থাকিবেন ইহাতে সংশয় কি? অতএব জ্ঞান পদার্থ অনাদি ও অবিনাশী ইহা বলিতেই হইবে। তবে যে তাঁহারা কেহ২ এমত কহিয়া থাকেন যে পরমেশ্বরীয় জ্ঞান নিত্য ও তাঁহাহইতে এই অনিত্য জ্ঞানসমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক কহেন কি না? যদি না কহেন তবে কি প্রকারে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধি হইবে। আর যদ্যপি তাহা কহেন তবে তিনি আত্ম চৈতন্যের সহকারে ব্যাপক কি তদ্ব্যতিরেকে ব্যাপক, কিন্তু তিনি তৎসহকারে ব্যাপক হইলে দ্বিতীয় চৈতন্যের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? তবে বরঞ্চ এমত বলা কর্ত্তব্য যে তাঁহার সেই

অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ আত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিত হইয়াও উপাধিবশতঃ বহুবিধ ভিন্ন২ রূপে প্রতীত হয়েন। যে-প্রকার আকাশপদার্থ বহুবিধ ঘট সরাবাদিতে উপহিত হইয়া ভিন্ন২ রূপে ভাসমান হয়, সেইরূপ ঈশ্বরীয় চৈতন্যও নানা দেহেন্দ্রিয়েতে উপহিত হইয়া বহুবিধরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মতে পরমেশ্বর বস্তু যদ্যপি পূর্ণকাম হয়েন তবে তাহাতে তাঁহার এইসকল অনিত্য চিৎধর্ম্মী জীবকোটি সৃষ্টি করণের অপেক্ষা কি ? বরঞ্চ এতৎ সৃষ্টি করণে তাঁহার অপূর্ণতা মাত্র প্রকাশ পায়। যেহেতু পূর্ণ-কাম ব্যক্তি স্বয়ং নিরপেক্ষ, এজন্য তাঁহার কোন বিষয়ক অভিলাষ উদয় হইতে পারে না। আর যদ্যপি তাঁহারা পরমেশ্বরের পূর্ণকামতা স্বীকার না করেন তবে তাঁহাদিগের স্বাভিমত সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বসমর্থতাও অস্বীকৃতা হইবে। কেননা যে ব্যক্তি সর্ব্বসমর্থ সেই ব্যক্তিই পূর্ণ-কাম ইহা সর্ব্বসাধারণের বিবেচনাসিদ্ধ আছে। সে যাহা হউক আমাদিগের এতদ্দোষ পরিহারের উপায় আছে, কেননা আমরা তাঁহাদিগের মত নূতন আত্মচৈতন্য সৃষ্টি হওয়া স্বীকার করি না। কিন্তু যেপ্রকার বিশুদ্ধ চৈতন্যে পরমেশ্বরত্বোপাধি অনাদি কালাবধি কল্পিত আছে সেইরূপ উক্ত চৈতন্যের অনাদি কালাবধি কোটি২ জীবত্বোপাধিও কল্পিত রহিয়াছে। অতএব সেই অনাদি জীবসমূহের প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ পরমেশ্বরের শক্তি বিক্ষুব্ধা হইলে তৎসন্নিধিমাত্রে তাহাদিগের ভোগ্য ভোগাদির সৃষ্টি হয় ইহাতে দোষমাত্র সম্ভব হয় না। এতাবতা আমাদিগের সনাতন বেদশাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে বিরচিত তন্মত প্রকাশক প্রসিদ্ধ আত্মবোধাখ্য এই গ্রন্থ জ্ঞানান্বেষি যুবগণের পরিতোষনি-

মিত্ত গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক মূলের সহিত প্রকটিত করিতেছি বুধগণ সমবলোকন করিয়া অস্মদীয় অর্ব্বাচীনতার দোষ ক্ষমাপণপূর্ব্বক করুণাবিতরণে ক্ষমা করিবেন না। কিমলম্পল্লবিতেনেতি।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাং।
মুমুক্ষূণামপেক্ষোঽয়মাত্মবোধোবিধীয়তে ॥ ১।

[গ্রন্থকার প্রথমতঃ স্বাভিলষিত গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রসর হইয়া তদধিকারি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আদিম শ্লোক অবতরণ করিতেছেন]। তপস্যাদ্বারা ক্ষীণপাপ-অথচ দ্বেষভাব ও বিষয়াভিলাষরহিত মুমুক্ষুগণের অপেক্ষণীয় এতদাত্ম-বোধনামক গ্রন্থ বিহিত হইতেছে। [গ্রন্থকারের এইরূপ বাক্যে ইহাই প্রতীত হয় যে, যে সমস্ত ব্যক্তিগণ পাপ-শূন্য অর্থাৎ বিহিতাকরণ ও প্রতিষিদ্ধ সেবন জন্য প্রত্য-বায়হইতে মুক্ত তাহারাই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানাধিকারী।] যদিও এতৎ শ্লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানের স্পষ্টাভিধান নাই তথাচ তাহা তপস্যাদ্বারা ক্ষীণপাপ এই শব্দের তাৎ-পর্য্যাধীন অববোধ করিতে হইবে। কেননা, বিহিত কর্ম্মের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের সেবন এতদ্ভিন্ন পাপ-জনক অন্য কিছু মাত্র নাই; কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের এব-ম্বিধ পাপ কদাপি জ্ঞানকৃত হয় না এবিধায় তত্তৎ সমুদায় শব্দতঃ উল্লেখ না করিয়া তাহাদিগের অজ্ঞানকৃত পাপ সম্ভাবনায় চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যাদ্বারা তাহা ক্ষয় হওয়া অবধারণপূর্ব্বক ঈদৃশাভিধান অর্থাৎ "তপস্যাদ্বারা ক্ষীণ-পাপ," এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ এস্থলে ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য যে কেবল পাপশূন্যতাই যে তত্ত্ব-জ্ঞানাধিকারের কারণ এমত নহে। কিন্তু যাহারা রাগ দ্বেষশূন্য, তাহারাই আত্মজ্ঞানাধিকারী। যেহেতু দৃষ্ট

ও শ্রুত ঐহিক এবং পারত্রিক বিষয়সমূহে রাগ দ্বেষ সত্ত্বে কদাপি তত্ত্ব জ্ঞানাধিকার হইতে পারে না। অতএব মূলে শান্ত ও বীতরাগী বলিয়া তদুভয় দোষরহিতকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শান্ত শব্দে দ্বেষশূন্য ও বীতরাগী শব্দে রাগরহিত ব্যক্তিকে বুঝায়। যদিচ গ্রন্থান্তরে শান্ত শব্দে অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহশীলকে কহিয়াছেন তথাপি এস্থলে দ্বেষশূন্যকেই বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ এতৎ শ্লোকীয় শান্ত শব্দের অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহশীল অর্থ হইলে তাহাতেই রাগ শূন্যতার সুতরাং প্রাপ্তি ছিল তবে পুনরায় বীতরাগী শব্দ প্রয়োগ করায় মদুক্ত অর্থই স্থির হইল। এবঞ্চ যাহাদিগের অনুকূল বিষয়ভোগে রাগ ও তৎ প্রতিকূলে দ্বেষ নাই তাহারা অবশ্যই মোক্ষাভিলাষী। এতাবতা তাদৃশ ব্যক্তির অপেক্ষণীয় এই আত্মবোধনামক গ্রন্থ কথিত হইতেছে। অপিচ এতদ্রূপ আত্মবোধাধিকার বিষয়ে অনেকে উক্ত করেন যে ব্রাহ্মণ সকল জাতমাত্রে ঋণত্রয়দ্বারা আবৃত হয়েন, তাহা ঋষিঋণ, দেবঋণ, ও পিতৃঋণ এইরূপ কথিত আছে। অতএব সেই ঋণত্রয় দূরীকৃত না করিয়া মোক্ষাভিলাষী হইলে অধঃপতন হয় ইহা ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যথা "ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ"॥ অর্থাৎ ঋণত্রয় দূরীকরণপূর্ব্বক মনকে মোক্ষ বিষয়ে নিবিষ্ট করিবে তাহা না করিয়া যে ব্যক্তি মোক্ষ সেবা করে তাহার অধঃপাত হয়। এনিমিত্ত কেবল বিষয়বৈরাগ্য জাত হইলেই মোক্ষানুসন্ধান করিবে না কিন্তু বেদাধ্যয়ন ও দেবতা যজন ও পুত্রোৎপাদন এতদ্দ্বারা ঋণত্রয় দূর করিয়া মোক্ষ বিষয়ে যত্ন করিবে। ফলতঃ তাঁহাদিগের এতাদৃশাভিধান বহির্জাতবৈরাগ্যের প্রতি সম্ভব হয় না। কেননা বেদেতে

কহিয়াছেন যে “যদহরেব বিরজেত্তদহরেবপ্রব্রজেৎ” অর্থাৎ যখন বিরাগ জাত হইবে তখনি সন্ন্যাস করিবে। এইহেতু শুকদেব বামদেবপ্রভৃতি অনেকে ব্রহ্মচর্য্যপর্য্যন্ত করেন নাই তবে কি তাঁহাদিগের অধঃপতন হইয়াছে? বাস্তবিক, বেদেতে ত্রিবিধ প্রকারে মোক্ষের উপায়ভূত যোগসকল বিহিত হয় ইহা শ্রীভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধে উদিত হইয়াছে যথা “যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাংশ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানংকর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোস্তি কুত্রচিৎ॥ নির্ব্বিন্নানাং জ্ঞানযোগোন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিন্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃপুমান্। ননির্ব্বিন্নো নাতি-সক্তোভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥” অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে মনুষ্যসমূহের শ্রেয়োবিধান অভিলাষে বেদেতে মৎকর্ত্তৃক জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই প্রকার যোগত্রয় কথিত হইয়াছে যাহা ভিন্ন শ্রেয়ঃসাধনবিষয়ে কোন প্রকার উপায়ান্তর নাই। তন্মধ্যে যাহারা দুঃখদায়ক বিবেচনায় ইহপারলৌকিক বিষয়ভোগরূপ কর্ম্মফলে বিরক্ত আছে এবং তাদৃশ ফলজনক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগের জ্ঞানযোগে অধিকার, ও যাহারা কর্ম্মফলভূত বিষয় ভোগাদিতে দুঃখ বুদ্ধি রহিত প্রত্যুত তত্তৎ কামনা বিশিষ্ট, তাহাদিগের কর্ম্মযোগে অধিকার। অপর যাহারা বিষয়ভোগাদিতে অত্যাসক্ত নহে ও সম্যক্ বিরক্তও নহে, এবম্বিধব্যক্তিদিগের ভাগ্যবশতঃযদ্যপি মৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে তবেই তাহারা ভক্তিযোগাধিকারী। এইরূপ শ্রীভাগবতপুরাণীয় অধিকারি ভেদ নির্ণয়দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে যাহাদিগের সম্যক্ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে তাহারা ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থই হউক তথাপি জ্ঞানানুসন্ধান করিতে পারে। কিন্তু

যাহাদিগের বৈরাগ্যের ন্যূনতা আছে তাহারাই উক্তরূপ ঋণত্রয় দূরীকরণ করত শুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষপথে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা মন্দবৈরাগ্যাবস্থায় কর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানানুসন্ধান করিলে সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির অভাব-হেতু সুতরাং অধঃপতিত হইবে। কেননা বেদাধ্যয়না-দিরূপ যে ব্রাহ্মণাদির স্বকীয় ধর্ম্ম তাহা উল্লঙ্ঘনপুরঃসর জ্ঞানপথে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিলে বিহিতানুষ্ঠান ত্যাগজন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয় এবিধায় তাহাদিগের পাপ ক্ষয় না হইবায় তত্ত্ব জ্ঞানাধিকার হয় না ইহাই গ্রন্থকারকর্ত্তৃক ক্ষীণপাপ শব্দে উক্ত হইয়াছে। তবে যাহাদিগের বেদাধ্যয়নাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও সম্যক্ বৈরাগ্য দৃষ্ট হয় তাহাদিগের পূর্ব্বং জন্মে স্বধ-র্ম্মাদি অনুষ্ঠান সিদ্ধ হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে, যে-হেতু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির কারণরূপে বর্ণিত আছে। ১।

বোধোঽন্যসাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনং।
পাকস্য বহ্নিবজ্জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিদ্ধ্যতি ॥ ২।

[যদি বল বেদেতে যে প্রকার আত্মতত্ত্ব জ্ঞানকে মোক্ষ সাধন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন সেইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানু-ষ্ঠানকেও তৎসাধনরূপে কহিয়াছেন তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মি মানবগণ স্বধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান বিষয়ে কি হেতু প্রবৃত্ত হইবে।] অতএব কহিতেছেন মোক্ষ সাধনের যে কোন অন্যরূপ উপায় আছে সে সমস্তাপেক্ষা আত্মবো-ধই এক সাক্ষাৎ উপায় (সাধন) হইয়াছে। কেননা যে প্রকার ওদনাদি পাকের প্রতি যদিও স্থালী কাষ্ঠ জলাদি-রূপ বহুবিধ কারণ আছে তথাপি বহ্নি ব্যতিরেকে পাক সিদ্ধ হয় না যেহেতু বহ্নিই তাহার সাক্ষাৎ সাধনভূত হই-

য়াছে সেইপ্রকার মোক্ষসিদ্ধির প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভৃতি অন্যান্য কারণ উক্ত হইলেও আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার সিদ্ধি হয় না। [এতদ্দ্বারা ইহাই অবধারিত হইতেছে যে পাকসিদ্ধির প্রতি স্থালীকাষ্ঠাদিরূপ যে সমস্ত কারণ আছে তাহাদিগের প্রত্যেকের অভাবে পাক সিদ্ধ না হওয়ার অবশ্য সম্ভব বটে কিন্তু তাহারা ওদনাদির স্বীয়াবয়ব শৈথিল্য করণে কেহই সমর্থ নহে কেবল অগ্নিহইতেই তাহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এইহেতু যে প্রকার অগ্নিকে তাহার সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন সেই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানাদি কারণ সমূহের মধ্যে একের অভাবে মোক্ষ সিদ্ধ না হইলেও তাহা সাক্ষাৎ সাধনরূপে গণ্য হয় না। যেহেতু পাকনিষ্পত্তির প্রতি বহ্নিবৎ মোক্ষের আত্মতত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ কারণ হইয়াছে]। ২।

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ॥ ৩।

[তাহার প্রতি হেতু কহিতেছেন] কর্ম্ম এবং অবিদ্যা ইহাদিগের পরস্পর বিরোধিতা না থাকাহেতু কর্ম্ম কদাপি অবিদ্যাকে নিবৃত্তি করিতে পারে না! কিন্তু আলোক যেরূপ অন্ধকারের বিরোধিপ্রযুক্ত তাহাকে বিনাশ করে সেই প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যার নিত্য বিরোধিতা থাকাহেতু বিদ্যাই অবিদ্যাকে বিনষ্টা করে। [বেদান্ত শাস্ত্রমতে ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত বস্তুই অবিদ্যাকল্পিত, অতএব কর্ম্মও অবিদ্যাকার্য্য, এনিমিত্ত তাহা অবিদ্যার বিরোধি হইতে পারে না; কিন্তু অবিদ্যা ভ্রমাত্মিকা, মায়াবৃত্তি ও বিদ্যা প্রমাত্মিকা মায়াবৃত্তি এইহেতু তাহাদিগের পরস্পর বিরোধ থাকাপ্রযুক্ত বিদ্যা অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে সমর্থা হয়। যদিও বিদ্যাও

মায়াকার্য্যই বটে তথাপি তাহা প্রমাত্মিকাহেতু আত্মতত্ত্ব মাত্রাবগাহিনী এবং অবিদ্যা ভ্রমাত্মিকা নিমিত্ত নানাবিধ দ্বৈতসৃষ্টিপ্রকাশিনী, এতাবতা বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার নাশ বিষয়ে আশঙ্কা কর্ত্তব্যা নহে]। ৩।

পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েহংশুমানিব॥ ৪।

[অবিদ্যা বিনাশ হইলে কি হয় তাহা কহিতেছেন] নিত্য অখণ্ড যে আত্মতত্ত্ব তাহা অবিদ্যাহেতু খণ্ড খণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পায় অতএব তাহাতে অবিদ্যা উপাধিক সুখ দুঃখাদি আরোপিত হইলে আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি মিথ্যাভিমান জাত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যার দ্বারা সেই অবিদ্যার বিনাশ হইলে উপাধি শূন্য স্বয়ং আত্মা স্বরূপতঃ প্রকাশিত হয়েন। তাহাতে দৃষ্টান্ত, যেরূপ অচঞ্চল সূর্য্যমণ্ডল সচল মেঘসমূহের দ্বারা আবৃত হইলে স্বপ্রকাশ হইয়াও মলিন ও চঞ্চলরূপে দৃষ্ট হয় পশ্চাৎ মেঘাবলি অপগত হইলে যে সূর্য্য সেই সূর্য্যই থাকেন অথচ তিনি নির্ম্মলরূপে লোকনিবহের অক্ষি-গোচরে প্রকাশ পান, ঐরূপ অবিদ্যোপাধি মুক্ত হইলে স্বাভাবিক মুক্ত আত্মাও মুক্ত বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়েন। ৪।

অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ॥ ৫।

[যদি বল, অজ্ঞানসংজ্ঞিতা যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে বিদ্যা ও অবিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে অবিদ্যা এতদুভয়রূপে পরিণতা আছে। তবে বিদ্যা-দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া বিদ্যাসত্ত্বে কি প্রকারে আত্মার কৈবল্য হইতে পারে? কেননা কেবল শব্দের

অর্থ, ভিন্ন বস্তুদ্বারা অসংস্পৃষ্ট বিশুদ্ধ, তাহার ভাব, কৈবল্য, এইরূপ শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আত্মার অবিদ্যা নাশ হইয়াও মায়া কার্য্য বিদ্যার সংসর্গ থাকিলে অজ্ঞানই থাকিল এবিধায় আত্মার পূর্ব্বোক্ত কৈবল্য সিদ্ধ হইল না।] অতএব কহিতেছেন যে প্রকার কতকরেণু মলিন জলের মালিন্য সমুদায় বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ আপনিও বিনষ্ট হয় সেইরূপ অজ্ঞানদ্বারা মলিন আত্মতত্ত্বকে জ্ঞানাভ্যাসহেতুক বিশেষরূপে নির্ম্মল করিয়া জ্ঞানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্টা হয়। [মায়া ইহা সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণ পদার্থের সাম্যাবস্থা, যাহা সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাতা আছে, তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, ও রজোগুণ বিবিধ রাগাত্মক, এবং তমোগুণ মলিন ও মোহাত্মক, এবম্বিধ এই গুণসকলের পরস্পর সংসর্গাধীন এই সমস্ত সংসার বিরচিত হইয়াছে, অতএব সাংসারিক বস্তুসমূহে উক্ত গুণত্রয়াংশ প্রতীত হয়।] সত্ত্ব গুণের কার্য্য শম ও দম ও ক্ষান্তি ও বিবেক ও স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্ব ও সত্য ও দয়া ও স্মৃতি ও তুষ্টি ও ব্যয়শীলতা ও বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা ও লজ্জা ও ঋজুতা ও বিনয়িতা ও আত্মরতিপ্রভৃতি। রজো গুণের কার্য্য কামনা, চেষ্টা, দর্প, তৃষ্ণা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়ভোগ, মদোৎসাহ, স্তুতিপ্রিয়তা, হাস্য, বীর্য্য, অন্যায় উদ্যমপ্রভৃতি। তমোগুণের কার্য্য ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা, হিংসা, যাচ্ঞা, দম্ভ, শ্রম, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, পীড়া, অলস, অনুদ্যমপ্রভৃতি। অপর এই তিন গুণে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। সুখ, দুঃখ, মোহ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। বাত, পিত্ত, কফ। শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, ইত্যাদিক্রমপ্রাপ্ত অখিল কার্য্য আছে। বাস্তবিক প্রকৃতি এই জগৎসমূহের ভ্রমজনক চিত্রপট তুল্যা হইয়াছে। যাহার প্রসারণে বহুবৈচিত্রময়

সংসারকার্য্যসমূহ প্রকাশিত হয় ও সঙ্কোচনে বিনাশ হয় ইহা স্বকীয় মনের অবস্থা বিবেচনা করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। যখন আমাদিগের মনস্তত্ত্ব প্রসারিত থাকে তৎকালে কতপ্রকার অদ্ভুত আলোচনা ও কল্পনার সম্ভাবনা করা যায় তাহা বচনেও বর্ণন করা দুঃসাধ্য, বরঞ্চ জাগ্রৎ সময়ে যে সমস্ত মানসিক ঘটনা হইয়া থাকে যদ্যপি তাহার কেহ পরিমাণ করিতে পারেন তথাপি স্বপ্নকালে যে সমস্ত আন্দোলন হয় তাহা তৎকালে প্রত্যক্ষতুল্য প্রতীয়মান হইলেও নিরূপণ করা যোগ্য হইতে পারে না। প্রাণিসমূহের অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদিতে যে যে শক্তিসকল বিদ্যমান থাকে বোধ হয় তাহা সমস্তই মনের শক্তি, কারণ, মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কার্য্য করণক্ষম হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি ব্যতিরেকেও মনঃ স্বপ্নাবস্থায় একাকিই তাবৎ ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম করে। যদ্যপি সেই বিশ্বব্যাপিকা মায়ার পরমাণু তুল্য ক্ষুদ্রাংশ এই মনঃ এতাদৃশ বিচিত্র-জগৎ-কল্পনার কারণ হইল তবে স্বয়ং যে মায়া কীদৃশ প্রভাববতী তাহা কি বাক্যে নিরূপণ করা যাইতে পারে? প্রস্তাবিত: পারমেশ্বরী শক্তি সেই মায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় প্রকার রূপের মধ্যে বিদ্যা বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশতাপ্রযুক্ত স্বচ্ছা এতন্নিমিত্ত তাহা চৈতন্যের মালিন্যকারিকা না হইয়া প্রভূত দীপান্বিত কাচকুড়োর ন্যায় চৈতন্যাভাসদ্বারা প্রকাশিতা থাকিয়া বিশ্বস্রষ্টার অন্তরঙ্গোপাধি রূপে অভিহিতা হয়। এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বরূপা যে অবিদ্যা তাহা স্বকীয় গুণত্রয়ের বৈচিত্র্যহেতু বিচিত্ররূপা ও মালিন্যাংশ প্রধানা, এতন্নিমিত্ত স্বাবৃত চৈতন্যাভাস সমূহকে আবরণ করত জীবসমুদায়ের অন্তরঙ্গোপাধিরূপে ও পরমেশ্বরের বহিরঙ্গোপাধিরূপে নিশ্চিতা হয়।

ফলতঃ অবিদ্যার বৃত্তিরূপ অন্তঃকরণ যে প্রকার অস্মদাদির অন্তঃরঙ্গোপাধি ও দেহেন্দ্রিয়াদি বহিরঙ্গোপাধি সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা এতদুভয়ই তাঁহার উভয় উপাধি হইয়াছে। অতএব শ্রীভাগবতে উক্ত উভয়কে পরমেশ্বরের অবয়ব বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। তথাচ একাদশস্কন্ধে "বিদ্যা হবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে"॥ অর্থাৎ হে উদ্ধব আমার মায়াদ্বারা বিনির্ম্মিত বিদ্যা ও অবিদ্যা এ উভয়ই আমার অবয়ব, তদুভয়দ্বারা শরীরিসমূহের ব্যতিক্রমে বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। আমরা যেপ্রকার স্বীয় অন্তরঙ্গোপাধিরূপ অন্তঃকরণদ্বারা বহিরঙ্গোপাধিরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্কোচন প্রসারণাদি করত নানাবিধ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি সেই প্রকার বিশ্বস্রষ্টাও বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার সঙ্কোচন প্রসারণাদি করত বিশ্বকার্য্য সম্পন্ন করেন, ইহাই ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব কল্পনার নিদান হইয়াছে। জীবসমূহের যেপ্রকার স্ব২ দেহে অভিমান আছে, জগন্নির্ম্মাতা পরমেশ্বরেরও সেইপ্রকার সমস্ত দেহ ও ভূত ভৌতিক কার্য্যে অভিমান রহিয়াছে। এই নিমিত্তই ঈশ্বর ও জীব সমষ্টি ও ব্যষ্টি শব্দে উক্ত হয়। সমষ্টি, যেপ্রকার নানা তরঙ্গায়িত জলসমূহের প্রত্যেক২ তরঙ্গ পৃথক২রূপে কথিত না হইলে মহাসমুদ্র নামে উক্ত হয়, সেইপ্রকার নানাজীবাকর বিশ্বনির্ম্মাতা সামস্ত্যরূপে অভিহিত হইলে পরমেশ্বর বলিয়া খ্যাত হয়েন। এবং ব্যষ্টি যেরূপ উক্ত সামুদ্রিক তরঙ্গসমুহ প্রত্যেকে স্থূলতরঙ্গ ও সূক্ষ্মতরঙ্গ ইত্যাদিক্রমে ব্যপদিষ্ট হয়, সেইরূপ সমস্ত জীবাদির পৃথক২ কথনেচ্ছায় মনুষ্য জীব এবং পশু জীব ইত্যাদি প্রকারে উল্লেখিত হয়। এইরূপ সমস্ত বৃক্ষের একত্রা-

ভিধানে বন ও তাহার পৃথক২ অভিধানে আম্রবৃক্ষ ও জম্বুবৃক্ষ ইত্যাদিরূপে উক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড যে পরমেশ্বরের শরীর, তাহার প্রামাণ্য বিষয়ে অন্তর্যামি ব্রাহ্মণ ও পুরুষসূক্তপ্রভৃতি ভূরি২ বেদ ও নানাপ্রকার স্মৃতি বিদ্যমানা আছে। এস্থলে তাহার সঙ্কলনে প্রয়োজন নাই। ৫।

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদি সঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্ভবেৎ ॥ ৬ ।

[অধুনা জ্ঞানের সাক্ষাৎ মোক্ষকারণতা অবধারণের নিমিত্ত সংসারকে অজ্ঞান কার্য্য বলিয়া দর্শাইতেছেন]ঃ যেহেতু রাগদ্বেষাদিযুক্ত এই সংসার স্বপ্ন তুল্য অর্থাৎ স্বপ্ন যে প্রকার অন্তঃকরণের ভ্রান্তিদ্বারা আত্মাধিষ্ঠানে বিবিধরূপে কল্পিত হয় সেই প্রকার এই সংসারও ব্রহ্মাধিষ্ঠানে অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত হইয়াছে। অতএব স্বাপ্নিক কল্পনা যেরূপ স্বপ্নকালেই সত্য ও জাগ্রৎ কালে অসত্য, সেইরূপ সংসারসমস্তও অজ্ঞানাবস্থায় সত্য ও জ্ঞানাবস্থায় অসত্য ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে। এতাবতা এক মাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানমূলক সংসার রূপ বন্ধ নিবারণের প্রত্যক্ষ উপায়রূপে নিশ্চিত হইতেছে। স্বপ্ন পদার্থ মনেরই কল্পনা, যেহেতু মনঃ স্বভাবতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থায় থাকিয়াই নানাবিধ চিন্তায় নিযুক্ত হয়, কিন্তু জাগরণকালে তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়াদিতে অভিনিবেশ থাকায় চিন্তিত বিষয়সকল স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষ তুল্য প্রতীত হয় না। স্বপ্নাবস্থায় তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়াদিতে অভিনিবেশের শৈথিল্য হওয়ায় তৎকালে সে যে সকল চিন্তা করে তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় ভাসমান হয়। আহা! উক্ত স্বপ্ন কি অদ্ভুত পদার্থ! উহাকে

নিরূপণ করিতে উপস্থিত হইলে বিশ্বনির্ম্মাতার অবিদ্যা শক্তির দুর্ঘট ঘটনাকারিত্বই অনুভূত হইয়া থাকে। কেন-না অবিদ্যা শক্তির এক অতি ক্ষুদ্রাংশমাত্র মনই উক্ত অবস্থায় কার্য্যোৎপত্তির সমুচিত কারণ ব্যতিরেকেও অকস্মাৎ প্রাসাদ, অট্টালিকা, গ্রাম, নগর, বন, উপবন, নদ, নদী, গ্রহ, নক্ষত্রপ্রভৃতি সৃষ্টি করে। স্বপ্নদর্শি ব্যক্তি যৎকালে প্রস্তাবিত ঐ সকল অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করে তৎকালে সে একাকী এক ক্ষুদ্রতম গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাকে অথচ জাগ্রৎপ্রায় কত২ বৃহদ্বস্তু ও কত শত আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব মধ্যস্থ শত্রুপ্রভৃতিকে সন্দর্শন এবং তাহাদিগের সহিত আলাপন করে, তাহার সীমা নাই। ইহাতেই বোধ হয় যে মনই তৎকালে স্বয়ং নানাবিধরূপে পরিণত হয়। সে আপনিই ব্যাঘ্র হইয়া আপনাকে ভয় দেখায় ও আপনিই মহিলা হইয়া আপনাকে আলিঙ্গন করে এইরূপ সমস্ত ঘটনাই মনঃহইতে উদ্ভূতা হয়। বস্তুতঃ যদিও উক্ত কল্পনাজাল অসত্য তথাপি তাহা তৎকালে সত্যবৎ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, নিদ্রাভঙ্গ হইলে আর তাহা কিছুই থাকে না। প্রস্তাবিত স্বপ্নাবস্থা যে প্রকার মনের দ্বারা কল্পিত সেই প্রকার জাগ্রৎ অবস্থায়ও তদ্দ্বারা কল্পিত, ইহা অনুমানের অবিরুদ্ধ ও শাস্ত্র প্রসিদ্ধও বটে। তথাচ শাস্ত্রং "জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণোজীবঃ সাক্ষিত্বেন ব্যবস্থিতঃ"॥ অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এতৎ সমুদায় অবিদ্যাগুণ-হেতুক বুদ্ধির পরিণতি এবং আত্মতত্ত্ব উক্ত জাগ্রদাদি অবস্থার বিপরীত অথচ ঐ সকলের সাক্ষিস্বরূপ হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্থূলদেহের নিবৃত্তি ও উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীভাগবত পুরাণে এই রূপ উক্তি রহিয়াছে যে "স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ।।” অর্থাৎ যেরূপ জীব স্বপ্নকালে সকল দৃষ্ট রাজাদি ও শ্রুত ইন্দ্রাদির আধিপত্য স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত সংস্কারবশতঃ উক্ত অবস্থায় স্বয়ং রাজা বা ইন্দ্র হইয়া তত্তদুপাধিনিষ্ঠ সুখ দুঃখাদি ভোগ করে এবং উক্ত ভোগকালীন স্বকীয় পূর্ব্বদেহ ও পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হয়, সেইরূপ মুমূর্ষুকালে তাহাদিগের কর্ম্ম প্রেরিত মন যেং দেহে অভিনিবিষ্ট হয় তত্তৎ দেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন সুতরাং পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হয়। ইহাকেই মরণ কহি। যেহেতু উক্ত পুরাণের একাদশ স্কন্ধে কহিয়াছেন যে “জন্তোর্ব্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতি”। অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ জন্তুদিগের পূর্ব্বদেহবিষয়ক যে অত্যন্ত বিস্মৃতি, তাহাই মৃত্যু বলিয়া খ্যাত হয়। এবং সেই প্রকারে পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হইয়া যে দেহে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হয় তদ্দেহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাকেই জন্ম বলিয়া প্রস্তাবিত পুরাণে উক্ত করেন যথা “জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ। বিষয়স্বীকৃতং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ” ।। অর্থাৎ হে ভূরিদ উদ্ধব, পুরুষের স্বপ্ন এবং মনোরাজ্যকালিক দেহান্তর প্রাপ্তিবৎ অন্য দেহে তদপেক্ষায় সর্ব্বতোভাবে যে আত্মীয়তা স্বীকরণ (অভেদ ভাবনায় অভিমান প্রকাশন) তাহার নাম জন্ম, ইহা পণ্ডিতগণ কহেন। অতএব আত্মার দেহ বা গুণ অথবা কর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায়ই অবিদ্যার বৃত্তিরূপ মনোদ্বারা স্বপ্নবৎ কল্পিত হয় ইহাও সেই পুরাণের দ্বাদশস্কন্ধে কথিত আছে যথা “মনঃ সৃজতি-বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততোজীবস্য সংসৃতিঃ” ।। অর্থাৎ আত্মার দেহ ও গুণ ও কর্ম্ম এই সকল মনই সৃষ্টি করে এবং এই

মন মায়াহইতে সৃষ্ট হয় তন্নিমিত্তই জীবের সংসারাপত্তি হইয়া থাকে। যদি বল এতৎ বিশ্বকার্য্য সমুদায় মনঃ কল্পিত হইলে যাহার যাহা মনঃ কল্পিত তাহা সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারে অন্যে তাহা কিরূপে পারিবে? কেননা এক ব্যক্তির স্বপ্ন অন্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হওয়া কদাচ সম্ভব হয় না! উত্তর, তাহা সত্য বটে, ফলতঃ যদ্যপি এতৎ সমস্ত জগৎ কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা কল্পিত হইত তবে তাহা অন্যের প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাহা সমস্ত জীবাভিমানি পরমেশ্বরের অবিদ্যা শক্তি, যাহা ব্যস্ত (বিভক্ত) অসীম জীবের অন্তঃকরণোপাধির আকর হইয়াছে তদ্দ্বারা কল্পিত হইলে কিহেতু সকল জীবের প্রত্যক্ষ না হইবে? অতএব একের অসত্তায় অন্যের অসত্তা বা একের সত্তায় অন্যের সত্তা ইহা সম্ভাবিত নহে। কারণ ব্যবহারাবস্থায় অর্থাৎ যাবৎ কৈবল্য না হয় তাবৎ এই সমস্ত জগৎ অসত্য হইয়াও সত্য, পশ্চাৎ তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা কৈবল্য লাভ হইলে নিদ্রাচ্যুত ব্যক্তির স্বপ্ন নাশবৎ সংসার নাশ হইয়া থাকে ইহাই এতৎ শ্লোকের অভিপ্রায়। ৬।

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্নজ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ং ॥ ৭।

[ভ্রমাত্মক বস্তুর অধিষ্ঠান তত্ত্বের জ্ঞানব্যতিরেকে ভ্রম নিবৃত্তি হয় না কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে ভ্রান্তি কল্পনার বিনাশ হয় ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন]। যেরূপ শুক্তিতত্ত্বের অজ্ঞানহেতু তদধিষ্ঠানে রজত ভ্রম হইলে যাবৎ শুক্তি জ্ঞান না জন্মে তাবৎ শুক্তিকে রজত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, পশ্চাৎ শুক্তিজ্ঞান হইলে রজতের অসত্যতা প্রতীতি হয়, সেইরূপ যাবৎ সমস্ত

বিশ্বভ্রান্তির অধিষ্ঠান (আশ্রয়) ভূত অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগতি না হয় তাবৎ জগৎকার্য্যসকল সত্যরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। [রজত যেপ্রকার শুক্তিকাধিষ্ঠানে ভ্রান্তিকল্পিত ও স্বপ্ন যেরূপ আত্মাধিষ্ঠানে মনঃকল্পিত, জাগ্রদবস্থাও সেইরূপ ব্রহ্মাধিষ্ঠানে অবিদ্যাকল্পিত অতএব অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে তাহার বিনাশ হয়। স্বপ্ন পদার্থকে কেহ২ স্মৃতি বলিয়া অঙ্গীকার করেন কিন্তু তাহা স্মৃতি হইলে প্রত্যক্ষের ন্যায় অবভাসমান কেন হইবে, বিশেষতঃ স্বপ্নেও এক প্রকার স্মৃতি হইয়া থাকে তদবস্থায় বহুকাল দূরদেশে স্থিতি করিয়া স্বদেশীয় কোন প্রণয়ির প্রণয় স্মরণেও ব্যাকুল হইতে হয়। এতাবতা স্বপ্ন কদাপি স্মৃতি নহে কেবল মনের স্বকীয় ভ্রামক সামর্থ্যদ্বারা আত্মাধিষ্ঠানে কল্পিত ইহা যথাবস্থিত আত্মার জ্ঞান হইলে যেরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ জগৎকার্য্যও তত্ত্বজ্ঞানে বিলীন হইয়া থাকে। এই রূপ এতৎ শ্লোকে বিশ্বভ্রান্তি বিষয়ে আত্মতত্ত্বের বিবর্ত্তকারণতা উল্লেখ হইল। বিবর্ত্ত শব্দে তাহাকেই কহি যাহা পরিণাম কারণ অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ি হইয়া কার্য্য মাত্রে অনুগত হয়, যেপ্রকার অন্তঃকরণের পরিণামদ্বারা উৎপন্ন ভ্রমাত্মক রজত কার্য্যের প্রতি শুক্তি। কেননা শুক্তিতত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা রজত কার্য্যের পরিণাম কারণভূত ভ্রান্তির বিনাশ হইলেও বিবর্ত্ত কারণ রূপ শুক্তি খণ্ডের বিনাশ হয় না। সেইরূপ জগৎ কার্য্যের বিনাশে তাহার বিবর্ত্ত কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব যাহা সত্তা-সামান্যরূপে কার্য্যমাত্রে অনুগত আছে তাহার বিনাশ হয় না।] । ৭ ।

উপাদানেঽখিলাধারে জগন্তি পরমেশ্বরে ।
সর্গস্থিতিলয়ান্যান্তি বুদ্বুদানীব বারিণি ॥ ৮ ॥

[অধুনা বিশ্বের প্রতি পরমাত্মার পরিণাম কারণতা দর্শাইয়া অদ্বয়তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন]। যেপ্রকার সুবর্ণপিণ্ডে কটক কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কারসমূহ কল্পিত হয় সেইপ্রকার জীবাজীব সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থিত, নিত্য অথচ ব্যাপক স্বরূপ সপ্রকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি শক্তির সহিত উল্লেখিত ব্রহ্মেতে বিবিধপ্রকারে ভাসমান এই জগৎ সমুদায় বিশেষরূপে কল্পিত হইয়াছে। [কার্য্যমাত্রের উৎপত্তিবিষয়ে সর্ব্বত্রই কারণত্রয়ের অর্থাৎ বিবর্ত্তকারণ ও পরিণাম কারণ এবং নিমিত্তকারণ এই সকলের অপেক্ষা আছে, তন্মধ্যে যাহা স্বরূপবিক্রিয়া না পাইয়াও কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে তাহাকে বিবর্ত্তকারণ কহি, যেপ্রকার ঘটকার্য্যে ঘটত্ব ও শুক্তিতে ভ্রমাত্মক রজত কার্য্যে শুক্তি। এবং যাহা বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যে প্রবিষ্ট থাকে তাহাকে পরিণামকারণ কহি, যেপ্রকার ঘটকার্য্যে মৃত্তিকা ও শুক্তিতে ভ্রমাত্মক রজতকার্য্যে অন্তঃকরণের ভ্রান্তি, অপর যাহার সাহায্য ব্যতিরেকে পরিণাম কারণের রূপান্তর হইতে পারে না, তাহাকে নিমিত্তকারণ কহি, যেপ্রকার ঘটকার্য্যের প্রতি চক্র, দণ্ড, কুলালপ্রভৃতি ও শুক্তি রজত কার্য্যে চক্ষুঃপীড়ক কাচ কামলাদি। পূর্ব্ব শ্লোকে বিশ্ব কল্পনা বিষয়ে পরমাত্মাকে ভ্রমাত্মক রজত কার্য্যের বিবর্ত্তকারণ শুক্তির ন্যায় বিশ্বের বিবর্ত্তকারণ বলা হইয়াছে এক্ষণে কেহ যদ্যপি তাহার পরিণামকারণ অন্য কিছু থাকা বিবেচনা করেন তৎপরিহারার্থ সপ্রকৃতিক পরমাত্মাকেই বিশ্বের পরিণামকারণ বলিয়া উল্লেখ করিলেন]। ৮।

যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতোবিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্ভিন্নবদ্ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ। ৯।

[সংপ্রতি এক বস্তুর ভিন্ন২ রূপে প্রতীতি বিষয়ে দৃষ্টান্ত

দর্শাইতেছেন]। আকাশ যেপ্রকার এক বৃহৎ বস্তু হইয়াও ঘটশরাবাদি বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া উপাধির ভিন্নতাহেতু শরাবাকাশ ঘটাকাশ এরূপ ভিন্ন২ প্রতীতির বিষয় হয় ও সেই উপাধির নাশ হইলেও পূর্ব্বসিদ্ধ একরূপেই থাকে সেইপ্রকার সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক ও সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা দেবতামনুষ্যাদি উপাধিতে গত হইয়া ভিন্ন২ রূপে প্রকাশিত প্রায় বোধ হয়েন ও সেই উপাধিসমূহের নাশে যে এক, সেই একই থাকেন। ৯।

নানোপাধিবশাদেবং জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদিভেদবৎ॥ ১০।

[যদি বল উপস্থিত বস্তুতে উপাধির ধর্ম্ম কি প্রকারে দৃষ্ট হয় ইহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন]। যেপ্রকার বিশেষ২ বস্তু সংযোগে জলেতে রসবর্ণপ্রভৃতি আরোপিত হইয়া থাকে সেইপ্রকার নানা উপাধিবশতঃ জাতি নাম আশ্রয়প্রভৃতি আত্মাতে আরোপিত হয়। ১০।

পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥ ১১।

[অধুনা আত্মার দেহাদি উপাধি নিরূপণ করত প্রথমতঃ স্থূল দেহ বিবেচনা করিতেছেন]। পঞ্চীকৃত অর্থাৎ এক২ ভূত প্রত্যেক পঞ্চভূতের গুণযুক্ত এবম্ভূত মহাভূতহইতে প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ সম্ভূত এতৎ স্থূল শরীর সুখ দুঃখের ভোগায়তনরূপে উক্ত হয়। [ইদানীন্তন কোন২ বিজ্ঞমানি ব্যক্তিগণ জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম স্বীকার করেন না বোধ করি তবে তাঁহারা যে জগৎকারণ ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন তাহাও মৌখিক হইবে। কেননা যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন তাঁহারা অবশ্যই জীবের পূর্ব্ব২ অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাদি-

গের জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম স্বীকার না করাতেই ঈশ্বর স্বীকার না করা প্রতীতি হইতেছে, যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বসামর্থ্যমত্তাহেতু পূর্ণ, এনিমিত্ত সর্ব্ব নিরপেক্ষরূপে পরম সুখবিশিষ্ট, কারণ যাহার কোন বিষয়ে অপেক্ষা না থাকে তাহাকেই পূর্ণ ও পরমসুখী বলা যায়, অপেক্ষা সত্ত্বে তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না। তবে তাঁহারা যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন তিনি পূর্ণ হইয়া কি অপেক্ষায় নূতন জীবসমূহ সৃষ্টি করিলেন এবং কেনইবা সর্ব্বত্র সম হইয়া তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে সুখী কাহাকে দুঃখী এই রূপ বিষম কর্ম্ম করিলেন। অপর প্রস্তাবিত ব্যক্তিরা যদ্যপি পরমেশ্বরের পূর্ণতাতেও অস্বীকৃত হয়েন তবে তাঁহার সর্ব্বসমর্থতার অভাবহেতু সুতরাং ঈশ্বরত্বেরও অভাব হইবে। অপিচ ঈশিতা শক্তিমান্‌কে ঈশ্বর বলি যদ্যপি সৃষ্টির পূর্ব্বে কেহই ঈশিতব্য ছিল না তবে তাঁহার ঈশ্বরত্বও ছিল না ইহা কেন না বলা যাইবে। অতএব ঈশ্বর পদার্থ যেরূপ নিত্য সেইরূপ জীবসমূহও নিত্য ইহা না বলিলে নবীন রাজ্য প্রাপ্ত ব্যক্তির রাজত্বের পূর্ব্বে তাহাকে লাভের রাজা বলা অযোগ্যের ন্যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে তৎকর্ত্তাকে ঈশ্বর বলাও যোগ্য হয় না। আমরা ঈশ্বরের ন্যায় জীবেরও অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদিগের অনাদি শুভাশুভ কর্ম্মাধীন উচ্চ নীচ ভাব প্রাপ্তি অভিধান করি। ইহা হইলে ঈশ্বরের অপূর্ণতা বা বিষমতা কিছুমাত্র সম্ভব হয় না। স্বতঃ পূর্ণব্যক্তি পরানুরোধে কার্য্য করিলে তাহাকে কখনই অপূর্ণ বলা যায় না। অতএব হে পাঠকগণ আপনারা তাদৃশ ছদ্ম নাস্তিকের মতে নিষ্ঠীবন পূর্ব্বক স্বজাতীয় সনাতন শাস্ত্রে সমাদর প্রকাশ করুন।] ১১।

পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥ ১২।

[ইদানীং সূক্ষ্মশরীর বিবেচনা করিতেছেন]। পঞ্চ প্রাণ ও মন এবং বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই সপ্ত দশাবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চী ক্রিয়া অপ্রাপ্ত তন্মাত্রনামক ভূত নির্ম্মিত সূক্ষ্ম দেহ জীবসমূহের সুখ দুঃখাদি ভোগের সাধন হয়। [গ্রন্থান্তরে এতদ্দেহকেই লিঙ্গদেহ বলিয়াছেন ইহা জাগ্রদ্দেহের উপলব্ধি-বিরামে স্বপ্নকালে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এতদ্দেহের বিশেষ কোন আকার নাই কিন্তু অন্তঃকরণই প্রস্তাবিত দেহ বলিয়া কথিত হয় যেহেতুক তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিপ্রভৃতির উদ্ভাবক হইয়াছে, প্রাণও অন্তঃকরণের অধীন অতএব তাহার ইচ্ছা ও জ্ঞান এবং ক্রিয়া শক্তিমত্ত্বা উল্লেখিত আছে। প্রাণের অন্তঃকরণাধীনত্ব বিষয়ে জীবের স্বেচ্ছাধীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনাদি-কর্ত্তৃত্বই প্রবল প্রমাণ, তবে যে অঙ্গ অবশীভূত হইয়া অন্তঃকরণের দ্বারা চালিত না হয় তাহাতে প্রাণের সম্যক্‌গতিও থাকে না ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ মনের অনুগামি জীবসমুহের জন্ম মরণাদি পূর্ব্বেই নিরূপণ করা গিয়াছে]। ১২।

অনাদ্যবিদ্যানির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥ ১৩।

[সংপ্রতিকারণশরীর নির্দ্দেশপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বকে উক্তোপাধিত্রয়ের বিপরীত বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন]। অনাদি অথচ স্বরূপতঃ ও গুণতঃ নির্ব্বচন করণাশক্যা যে অবিদ্যা তাহা কারণোপাধিরূপে উক্ত হয়। কিন্তু আত্মতত্ত্বকে উক্তোপাধিত্রয়হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হইবে।

[যেহেতু অবিদ্যাহইতে জাগ্রৎ স্বপ্নাদিময় সংসারসকল উদ্ভূত হয় এবং সুষুপ্তি সময়ে তাহাতে লীন হইয়া থাকে অতএব তাহা কারণশরীর বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে]। ১৩।

পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময়ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকোযথা।। ১৪।

[এইরূপ আত্মার উপাধিত্রয়হইতে ভিন্নতা প্রতিপাদন পুরঃসর অধুনা তাঁহার পঞ্চকোষ-বিলক্ষণতা অভিধান করিতেছেন]। যেপ্রকার শুদ্ধ স্বভাব স্ফটিক নীল বস্ত্রাদি যোগহেতুক তত্তদ্বস্ত্রের নীলতাদি বর্ণ ধারণ করে সেইরূপ অন্নময়প্রভৃতি পঞ্চ কোষাদি যোগদ্বারা আত্মা তত্তন্ময় তুল্য হইয়া থাকেন। [পঞ্চকোষের নাম অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। তন্মধ্যে পিতৃ মাতৃ ভুক্ত অন্ন বিকার হইতে জাত স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলি কেননা কোষ যে প্রকার খড়গাদিকে আচ্ছাদন করে দেহও সেই প্রকার আত্মাকে আচ্ছাদন করে, অতএব তাহা কোষ পদে অভিহিত হয়। এতৎ কোষধর্ম্মাধ্যাসে আমি স্থূল ও আমি কৃশ ইত্যাদি দেহধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ হইয়া থাকে। প্রাণময় কোষ, দেহেন্দ্রিয়াদির চেষ্টা সাধন প্রাণাদি বায়ু পঞ্চক। তদ্দ্বারা আমি ক্রিয়াবান আমি ক্ষুৎপিপাসাবান এবম্প্রকার প্রাণধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। মনোময় কোষ মনোমাত্র, যদ্দ্বারা অসন্দিগ্ধ আত্মার সংশয়বিশিষ্টতা অধ্যাস হয়। বিজ্ঞানময় কোষ বুদ্ধি, তদ্দ্বারা আমি কর্ত্তা ও আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। আনন্দময় কোষ কারণোপাধি, তদ্দ্বারা সামান্য প্রিয়মোদ রহিত আত্মার প্রিয়মোদবিশিষ্টতা অধ্যস্তা হইয়া থাকে]। ১৪।

বপুস্তষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যাবঘাততঃ।
আত্মানমান্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা ॥ ১৫।

[অধুনা পঞ্চকোষহইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে বিবেচনা করিবার প্রকার কহিতেছেন]। যেপ্রকার অবঘাতদ্বারা ধান্যপ্রভৃতির তুষাদি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ তণ্ডুল গ্রহণ করা যায়, সেইপ্রকার যুক্তিরূপ অবঘাতদ্বারা আত্মার দেহাদি কোষরূপ তুষাদিকে দূর করিয়া বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে বিবেচনা করিবে। [সে যুক্তি এইরূপ, এতদ্দেহ আত্মা নহে যেহেতু জড়, এবং এতৎ প্রাণসমূহও আত্মা নহে যেহেতু বায়ু, কেননা বাহ্য বায়ু অচেতন তাহাও সেইরূপ অচেতন, অপর এতৎ মনও আত্মা নহে কারণ তাহা বিকারি। এবং বুদ্ধিও আত্মা নহে কারণ তাহার স্বকীয় কারণীভূত অবিদ্যাতে লয় থাকাপ্রযুক্তই তাহাকেও জড় বলা যায় এইরূপ কারণোপাধিও আত্মা নহে যেহেতু তাহা সমাধিতে লীন হয়, অতএব এতৎ পঞ্চকোষহইতে ভিন্ন ও তদ্বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত আত্মতত্ত্ব ইহাই বিবেচনীয়]। ১৫।

সদা সর্ব্বগতোপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥ ১৬।

[এইরূপে আত্মার পঞ্চকোষ বিলক্ষণতা উক্ত করিয়া ইদানীং তাঁহার সর্ব্বগতত্ত্ববিষয়ক আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন]। আত্মতত্ত্ব যদিও সর্ব্বগত, তথাপি তাহার সর্ব্বত্র প্রকাশ নাই, কারণ অবিদ্যাকল্পিত অন্যান্য সর্ব্ব পদার্থই মলিন অতএব তাহা কেবল বুদ্ধিতেই প্রতিভাসমান হয়। এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত, যেপ্রকার সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব কোন মলিন বস্তুতে প্রকাশিত না হইয়া জলাদি স্বচ্ছ বস্তুতেই প্রকাশিত হয় সেইরূপ। ১৬।

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণং।
তদ্বৃত্তি সাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা ॥ ১৭।

অতএব আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি ও প্রকৃতি এতৎ সমস্তহইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ও উক্ত সমস্ত বিষয়ের সাক্ষি স্বরূপ জ্ঞান করিবে। যেপ্রকার রাজার ক্ষমতাদ্বারা ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষেরা যেসকল কর্ম্ম করে, তাহাতে একমাত্র রাজারই প্রভুত্ব থাকে সেইপ্রকার দেহেন্দ্রিয়াদিগণ যে সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করে তাহাতে মাত্র আত্মারই এক প্রভুত্ব আছে। আত্মা না থাকিলে তাহারা কেহই স্ব স্ব ব্যাপারে ক্ষমতাপন্ন হইতে পারে না। ১৭।

ব্যাপৃতেম্বিন্দ্রিয়েম্বাত্মা ব্যাপারীবাবিবেকিনাং।
দৃশ্যতেহভ্রেষু ধাবৎসু ধাবন্নিব যথা শশী ॥ ১৮।

জীবের ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত হয়, কিন্তু অবিবেকিগণ আত্মতত্ত্বকেই ব্যাপারশালিরূপে বিবেচনা করে মেঘসমূহ ধাবমান হইলে অজ্ঞেরা চন্দ্রকে ধাবমান বিবেচনা করে। ১৮।

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ ॥ ১৯।

যেপ্রকার লোকসমূহ সূর্য্যের আলোককে আশ্রয়পূর্ব্বক স্বীয়২ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আত্ম চৈতন্যকে আশ্রয় পুরঃসর দেহ ও ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি ইহারা স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। [আধুনিক যুবগণ যাঁহারা কেবল বিজাতীয় শাস্ত্রাধ্যয়নেই প্রাপ্তসংস্কার হইয়াছেন তাঁহারা মনঃ পদার্থকে জড় না বলিয়া চৈতন্য স্বরূপ বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই বিবেচনা সদ্বিবেচনার বহির্ভূত। কেননা যে মনস্তত্ত্ব শরীরের সহিত

ভূয়োভূয়ঃ বিকারপ্রাপ্ত হয়, সেই সবিক্রিয় বস্তুকে কি প্রকারে চৈতন্য স্বরূপ বলা যাইতে পারে। দেখ বাল্য-কালে আমাদিগের মনঃ যে প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত ছিল পৌগণ্ডাদিক্রমে তাহার কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ইহা বিবেচনা করিলে এক ব্যক্তির মনের দ্বারা যে পূর্ব্বাপর সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছে তাহা কখনই বোধ হয় না। যখন প্রত্যেক২ অবস্থায় মনের এতাদৃশ অবস্থার প্রভেদ হয় তখন যে তাহা চৈতন্যস্বভাব হইবে ইহার সম্ভব কি? চৈতন্যপদার্থ স্বয়ং অবিক্রিয় এনিমিত্ত সর্ব্বকাল সমভাব-স্থায়ী, ইহা না বলিলে বিশ্বাধার পরমাত্মাকেও সবিকার বলিতে হয় অথচ তিনি নির্ব্বিকার চিন্মাত্র স্বরূপ বলিয়া সর্ব্ববাদিমতে প্রসিদ্ধ আছেন। দেহের সহিত মনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা কি কহিব, কাম ক্রোধ শোক বিষাদ দৈন্য ইত্যাদিদ্বারা তাহার ক্ষণে২ বিকার প্রাপ্ত হওয়া কোন্ ব্যক্তির অপ্রত্যক্ষ, বিশেষতঃ মাদকাদি দ্রব্য আহারজন্য মনঃ যে কিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। অতএব মনস্তত্ত্বকে কদাপি চৈতন্য স্বরূপ বলা যাইতে পারে না]। ১৯।

দেহেন্দ্রিয়গুণান্ কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি।
অধ্যস্যন্তেঽবিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ॥ ২০।

[যদি বল দেহেন্দ্রিয়াদি আত্মা না হইলে আমি স্থূল আমি কৃশ আমি করি আমি যাই এরূপ ভান কেন হয়, অতএব কহিতেছেন]। যেপ্রকার অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মেঘাদি শূন্য নির্ম্মল আকাশে নীলত্বাদির আরোপ করে, সেই প্রকার শুদ্ধ সজ্জ্ঞান স্বরূপ আত্মাতেও অবিবেকদ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির গুণ ও কর্ম্ম সকল আরোপিত হইয়া থাকে। ২০।

অজ্ঞ নাম্মানসোপাধেঃ কর্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
কল্প্যন্তেহম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদি যথাম্ভসঃ ॥ ২১।

যেপ্রকার জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমণ্ডলে জলীয় চলনাদি কল্পিত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞানহেতু অন্তঃকরণোপাধির কর্তৃত্বাদি আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে। ২১।

রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদিবুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ততে
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ ॥ ২২।

[অধুনা অন্তঃকরণধর্ম্ম রাগেচ্ছাদির অনাত্ম ধর্ম্মতা প্রতিপাদন করিতেছেন]। যেহেতু মনুষ্যাদির জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এতদুভয়াবস্থায় বুদ্ধির সদ্ভাব নিমিত্ত রাগ ও ইচ্ছা ও সুখ ও দুঃখপ্রভৃতি প্রবৃত্ত হয়, সুষুপ্তি সময়ে উক্ত বুদ্ধির স্বীয় কারণে লয় হইলে প্রস্তাবিত রাগাদি থাকে না, সেইহেতু তৎসমস্ত বুদ্ধির গুণ নচেৎ আত্মার গুণ নহে। [তর্কশাস্ত্রে রাগেচ্ছাপ্রভৃতিকে আত্মার গুণ বলিয়া বর্ণন করেন কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা উক্ত মতকে উত্তমরূপে বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ আত্মপদার্থকে বেদে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া অভিধান করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাগ ইচ্ছা সুখ দুঃখপ্রভৃতি আত্মার গুণ হইলে ঐ সকল গুণ তাহার স্বাভাবিক হইতে পারে, তাহা হইলে মুক্ত ব্যক্তিরও উক্ত সকল গুণ থাকার সম্ভব অথচ দৃষ্ট হয় না, কেননা বদ্ধের ন্যায় মুক্ত ব্যক্তিরও যদ্যপি রাগেচ্ছাদি গুণ থাকে তবে বদ্ধ ও মুক্ত এতদুভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না। যদি বল রাগেচ্ছাদি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, কিন্তু ঐ সকল গুণ তাহার নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ জন্মে, সুতরাং আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই তৎসমস্ত প্রকাশ পায়। অতএব মুক্তব্যক্তির মনের সমাধি হইলে তদবস্থায় রাগাদির উদয় না হওয়া ও

বদ্ধ ব্যক্তির মন থাকাপ্রযুক্ত তাহা হওয়া ইহাই বদ্ধ ও মুক্তের প্রভেদক। উত্তর, ইহাও অযোগ্য, কেননা যদ্যপি আত্মার রাগেচ্ছা সুখ দুঃখপ্রভৃতি আত্মাতে মনঃ-সংযোগ ব্যতিরেকে উদয় না হয় তবে মুক্তব্যক্তির মনঃ সমাহিত হইলে তাহার সুখেরও উদয় হইতে পারে না, সুতরাং বেদে মুক্তব্যক্তিকে যে পরমসুখী বলিয়াছেন তাহা বিরুদ্ধ হয়। বিশেষতঃ মুক্তিতে যদ্যপি সুখ সম্বন্ধ না থাকে তবে মনুষ্যগণ কি হেতু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে। অপর যদি বল, মুক্তদিগের তাৎকালিক সুখ দুঃখাভাবই সুখ তাহা হইলে অচেতন লোষ্ট্র খণ্ডকেও সুখী বলা যাইতে পারে। অতএব রাগেচ্ছাদি কদাপি আত্মার গুণ নহে।] ২২।

প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ ॥ ২৩।

[আত্মার স্বভাব নির্ব্বচনদ্বারা প্রতিপাদিতার্থকেই স্থির করিতেছেন]। যেপ্রকার সূর্য্যের স্বভাব প্রকাশ, জলের স্বভাব শীতলতা, অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, সেইরূপ আত্মার স্বভাব, সত্তা, জ্ঞান আনন্দ ও নিত্যনির্ম্মলতা। [যথার্থতঃ যেরূপ সূর্য্যাদির স্বীয়২ স্বভাব কদাপি পরিবর্ত্তিত হয় না সেইরূপ আত্মারও স্বকীয় স্বভাবের কখনই পরিবর্ত্তন নাই। এনিমিত্ত তাহাতে রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখাদি নানা-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্ভাবিত হইতে পারে না।] । ২৩।

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে ।।২৪।

[যদি বল আত্মার সত্তাজ্ঞানাদি ভিন্ন অন্য স্বভাব না থাকিলে, আমি জানি এই বাক্যে জ্ঞানের "জানি" এই-রূপ অভিমানাবগাহিতা কি হেতু প্রতীতি হইয়া থাকে

তাহাতে কহিতেছেন]। জীব, আত্মার সচ্চিদংশ অর্থাৎ সত্তাত্মক জ্ঞানাংশ এবং বুদ্ধির বৃত্তিরূপ অভিমান এই দুই পদার্থকে অবিবেকহেতুক একত্র সংযোগ করত আমি জানি এই বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয়।২৪।

আত্মনোবিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধোনজাত্বিতি।
জীবঃ সর্ব্বমলংজ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি॥২৫।

অপিচ আত্মার বিক্রিয়া নাই ও বুদ্ধির জ্ঞান নাই কিন্তু জীব ঐ উভয়কে মিলিত জানিয়া আপনাকে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ভাবিয়া মুগ্ধ হয়।২৫।

রজ্জুসর্পবদাত্মানং জীবোজ্ঞাত্বা ভয়ংবহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়োভবেৎ॥২৬।

[যদি বল জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সমুদায় অবিদ্যা-কল্পিত হইলে সংসারাদির ভয় কি, অতএব কহিতে-ছেন]। যেপ্রকার অনিবিড় অন্ধকারস্থিত রজ্জুখণ্ডে পুরুষ বিশেষের হঠাৎ সর্প ভ্রম হইলে বিবেচনাদ্বারা যাবৎ তাহার যথার্থ তত্ত্ব অবগম না হয় তাবৎ মানসিক ভয়োদয় হইয়া থাকে। সেই প্রকার অভয়স্বরূপ আত্মাতে জীবত্ব আরোপিত হইলে সেই জীবই ভয় প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ সে যখন আমি জীব নহি কিন্তু পরমাত্মা এই-রূপ জ্ঞান করে তখন সেই পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানহেতুক তাহার কল্পিত জীবত্বের বিনাশ হইলে সুতরাং ভয় থাকে না। [এবিষয়ে কেহ২ বিতর্ক করেন যে রজ্জুখণ্ডে যে সর্পভ্রান্তি হইয়া থাকে সেই সর্প অবাস্তবিক বটে, ফলতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের বাস্তবিকতা না হইলে তাহা রজ্জুখণ্ডে আরোপিত হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি বাস্তবিক সর্প কখনই দর্শন করে নাই তাহার কি তাদৃশ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে, কেমনা দধিতে

আকাশপুষ্পের ভ্রম হওয়া কাহারো দৃষ্টও সম্ভাবিত হয় নাই। অতএব যদিও তোমাদিগের মতে এতৎ সংসার ভ্রমকল্পিত হউক তথাপি এবম্বিধ বাস্তবিক কোন সংসার অবশ্যই থাকিবে নচেৎ ভ্রমসিদ্ধি কিরূপে হয়। অতএব যদ্যপি ভ্রমসিদ্ধির নিমিত্ত অন্য সংসারের সত্যতার অপেক্ষা হইল তবে এতৎ সংসারকেই সত্য বলিলে হানি কি। যদ্যপি ইহাতে কোন দোষ হয় তবে তাহাতেও সেই দোষ হইতে পারে। উত্তর, আমরা ভ্রমসিদ্ধির নিমিত্ত আরোপ্য পদার্থের স্থানান্তরীয় সত্যতা স্বীকার করি না কেবল তদ্বিষয়ক মানসিক পূর্ব্বসংস্কারকে ভ্রমসিদ্ধির কারণ বলি। অতএব অনাদি প্রবাহপতিত পূর্ব্ব২ সংসারের সংস্কার উত্তরোত্তর সংসার ভ্রমের কারণ হয়, উক্ত সংস্কারও মায়িক এনিমিত্ত আমাদিগের অদ্বৈত হানিও হয় না]। ২৬।

আত্মাবভাসয়ত্যেকোবুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণি হি।
দীপোঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে ।। ২৭।

[যদি বল আত্মার বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি অবভাসকত্ব স্বীকার না করিয়া বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির আত্মাবভাসকতা স্বীকার কেন না করি, তাহাতে কহিতেছেন]। যেপ্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপ ঘটাদি সমুদায়কে প্রকাশ করে ও উক্ত সমুদায় বস্তু তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেই প্রকার আত্মা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলকে প্রকাশ করেন কিন্তু জড়স্বভাব উক্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিদ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন না। ২৭।

স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ।
নদীপস্যান্যদীপেচ্ছা যথা স্বাত্মপ্রকাশনে ।। ২৮।

অপিচ যে প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপের স্বাত্মার প্রকা-শের নিমিত্ত অন্য দীপের অপেক্ষা করে না, সেই প্রকার

আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের প্রতি জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা নাই। যেহেতু আত্মাই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হন। ২৮।

নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ২৯।

[অধুনা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের প্রকার কহিতেছেন।] "ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে" এইপ্রকারে আত্মার পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত উপাধিকে নিষেধ করিয়া তত্ত্বমসি অর্থাৎ সেই পরমাত্মা "তুমি" এই মহাবাক্যদ্বারা সমস্ত নিষেধের অবধিভূত জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যকে জ্ঞাত হইবে। ২৯।

আবিদ্যকং শরীরাদিদৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরং।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলং ॥ ৩০।

অবিদ্যা নির্ম্মিত শরীরাদি দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ সকল জল বুদ্বুদ তুল্য নশ্বর, ইহাহইতে বিরুদ্ধ লক্ষণা-ক্রান্ত নির্ম্মল ব্রহ্মপদার্থ স্বরূপ "আমি" এইরূপ জ্ঞান করিবে। ৩০।

দেহান্যত্বান্নমে জন্ম জরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ ॥ ৩১।

যেহেতু আমি দেহহইতে ভিন্ন অতএব আমার জরা বা কৃশতা কিম্বা লয়প্রভৃতি নাই এবং আমার ইন্দ্রিয়-শূন্যতা-হেতুক শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ এই সকল বিষয়ের সহিত সম্বন্ধও নাই। ৩১।

অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ ॥ ৩২।

আমার মনঃশূন্যতাপ্রযুক্ত রাগ ও দ্বেষ ও ভয়প্রভৃতির সম্ভাবনা নাই যেহেতু শ্রুতিতে আত্মা অপ্রাণ ও অমনা ও স্বচ্ছ এই প্রকার শাসন দৃষ্ট হয়। ৩২।

নির্গুণোনিষ্ক্রিয়োনিত্যোনির্বিকল্পোনিরঞ্জনঃ।
নির্বিকারোনিরাকারোনিত্যমুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ॥ ৩৩।

আমি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য ও বিকল্পরহিত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্যামালিন্য বর্জ্জিত ও বিকারহীন ও আকারশূন্য এবং নিত্যমুক্ত ও নির্ম্মলস্বরূপ হইয়াছি। ৩৩।

অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গোনির্ম্মলোঽচলঃ॥ ৩৪।

এবং আমি আকাশের ন্যায় সকল বস্তুর বাহ্য ও অন্তর্গত এবং চ্যুতিরহিত ও সর্ব্বকালে সর্ব্ব বস্তুতে সম অথচ শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ অতএব মালিন্যরহিত ও অচল অর্থাৎ স্বরূপ বা স্বভাবহইতে চলিত নহি। ৩৪।

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ॥ ৩৫।

অপর বেদে এক নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ও অদ্বিতীয় অখণ্ডানন্দ স্বরূপ অথচ সত্য ও জ্ঞান অনন্তরূপি যে পরব্রহ্ম উক্ত আছেন তাহাও আমি। ৩৫।

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়ণং॥ ৩৬।

[আত্মজ্ঞান প্রকারকে উপসংহরণ করিতেছেন]। এইরূপ নিরন্তর চিন্তা করিলে আমি ব্রহ্ম এই প্রকার সংস্কার জাত হইয়া যেরূপ রসায়ণনামক ঔষধি রোগনিচয়কে হরণ করিয়া থাকে সেইরূপ অবিদ্যাবিক্ষেপরূপ সংসার কার্য্যসমূহকে হরণ করে। ৩৬।

বিবিক্তদেশআসীনোবিরাগোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ॥ ৩৭।

[অধুনা তদ্বিষয়ক উপযোগ কহিতেছেন]। নির্জ্জন

স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক বিরাগ অর্থাৎ বিষয় ভোগাদিতে রাগশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্য বুদ্ধি পরিত্যাগ পুরঃসর সেই অন্তরহিত এক আত্মাকে ভাবনা করিবে। [বিষয় ভোগাদিতে অভিলাষ সত্ত্বে জিতেন্দ্রিয় বা তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী হইতে পারে না যেহেতু তদভিলাষবশতঃ চিত্তবৃত্তির ইতস্ততঃ বিক্ষেপ হইয়া থাকে এনিমিত্ত কদাপি অনন্যবুদ্ধি হয় না অতএব আপনাকে সম্যক বিষয়ভোগে বিরক্ত জানিয়া আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করা আবশ্যক, নতুবা উভয় পথহইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। এতজ্জন্যই নচিকেতার প্রতি তত্ত্বজ্ঞান কথনের পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ তাঁহার অধিকারিত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত নানা বিষয়ভোগের প্রলোভ দর্শাইলে তিনি তদভিলাষশূন্যতাহেতু যখন তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন যম তাঁহাকে প্রাপ্তাধিকার জানিয়া তত্ত্বোপদেশ করেন, ইহা কঠোপনিষদের প্রথমেই অধিকারি নির্দ্দিষ্ট করণনিমিত্ত আখ্যায়িকারূপে উক্ত হইয়াছে]। ৩৭।

আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা॥ ৩৮।

সুধী ব্যক্তি স্বকীয় বুদ্ধির দ্বারা দৃশ্যমান অর্থাৎ জ্ঞায়মান সমস্ত বস্তুকে লয় করিয়া নির্ম্মল আকাশের ন্যায় একমাত্র আত্মাকে সর্ব্বদা ভাবনা করিবে। [উক্তরূপ লয় করণের প্রকার মানবশাস্ত্রে উক্ত আছে।] যথা "খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনস্পর্শনেঽনিলং। পঁক্তিদৃষ্ট্যোঃ পরং তেজঃ স্নেহেঽপোগাং চ মূর্ত্তিষু॥ মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং"॥ অর্থাৎ বাহ্যস্থিত মহাকাশকে শরীরাকাশে লয় করিবে এবং বাহ্য বায়ুকে দৈহিক

বায়ুতে লয় করিবে এই প্রকার সূর্য্য ও অগ্নির তেজকে চক্ষুতে ও জঠরাগ্নিতে এবং জলকে দৈহিক জলে ও পৃথিবীকে শারীরিক পার্থিবাংশে ও চন্দ্রকে মনেতে দিক-সকলকে শ্রোত্রেতে ও বিষ্ণুকে গতিশক্তিতে হরকে বলেতে অগ্নিকে বাগিন্দ্রিয়েতে মিত্রকে পায়িন্দ্রিয়েতে প্রজাপতিকে উপস্থে লয় করিবে। ৩৮।

রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণাবতিষ্ঠতি ॥ ৩৯।

[অধুনা নির্ব্বিকল্প সমাধি কহিতেছেন]। পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তি রূপবর্ণাদি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থান করিবে। ৩৯।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥ ৪০।

পরমাত্মাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এতদ্রূপ প্রভেদ নাই কিন্তু তিনি জ্ঞানানন্দস্বরূপহেতু আপনি প্রকাশমান হয়েন। ৪০।

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতির্জ্জ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥ ৪১।

[উপসংহরণ করিতেছেন]। এই প্রকার আত্মরূপ অরণিতে সতত ধ্যানরূপ মথনকৃত হইলে জ্ঞানরূপ জ্বালা উদিতা হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে। ৪১।

অরুণেনেব বোধেন পূর্ব্বন্তং তিমিরে হৃতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥ ৪২।

সূর্য্য যেপ্রকার উদয়ের পূর্ব্বে স্বকীয় রশ্মির অরুণ-ভাদ্বারা তমোনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ উদয় হয়েন সেই

প্রকার জ্ঞানচ্ছটাদ্বারা অজ্ঞান তিমির বিনাশনপূর্ব্বক তদনন্তর স্বয়ং আত্মা আবির্ভূত হয়েন। ৪২

আত্মা তু সততং প্রাপ্তোপ্য প্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা॥ ৪৩।

[প্রাপ্ত আত্মার পুনঃ প্রাপ্তি কি প্রকারে সঙ্গতা হয় তাহা কহিতেছেন]। আত্মতত্ত্ব সদাপ্রাপ্ত হইয়াও অবিদ্যাহেতু অপ্রাপ্তের ন্যায় হয়েন, অবিদ্যার নাশ হইলে তিনি পুনঃ প্রাপ্তবৎ ভাসমান হইয়া থাকেন। তাহাতে দৃষ্টান্ত, যে প্রকার কোন ব্যক্তির স্বকীয় কণ্ঠস্থিত আভরণ বিস্মৃতি হইলে তাহা তৎসম্বন্ধে অপ্রাপ্তবৎ বোধ হয় পশ্চাৎ ভ্রমান্তে স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত বস্তুয় পুনঃ প্রাপ্তি বিবেচনা করে সেইরূপ। ৪৩।

স্থাণৌ পুরুষবদ্ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন দৃষ্টে নিবর্ত্ততে॥ ৪৪।

যেপ্রকার সামান্য ব্যক্তি ভ্রান্তিদ্বারা স্থাণুতে পুরুষ বুদ্ধি করে সেইপ্রকার অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মেতে জীবত্বকৃত হয়, কিন্তু জীবের যাথার্থিকস্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে উক্ত জীবত্বভ্রান্তি নিবৃত্তা হইয়া থাকে। ৪৪।

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগভ্রমাদিবৎ॥ ৪৫।

তত্ত্বস্বরূপ অনুভবজন্য যে জ্ঞান তাহা অচিরাৎ "আমি ও আমার" এইরূপ অজ্ঞানকে বিনাশ করে যেপ্রকার দিক্তত্ত্বাদি জ্ঞানহইবামাত্র দিগ্‌ভ্রমাদি বিনষ্ট হয় সেইরূপ। ৪৫।

সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা। ৪৬।

[অধুনা সবিকল্প সমাধি কহিতেছেন]। সম্যক্ অনুভববিশিষ্ট যে য়োগী তিনি স্বকীয় আত্মাতে অখিল সংসারকে এবং সমস্ত সংসারে এক আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন। ৪৬।

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
মৃদোযদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে ॥ ৪৭।

আত্মাই এতৎ সমস্ত জগৎ আত্মাহইতে ভিন্ন অপর কিছুই নাই, যেরূপ মৃত্তিকাই ঘটাদিসমূহ বস্তু সেইরূপ স্বকীয় আত্মাই সমস্ত বস্তুস্বরূপ হইয়াছেন এইরূপ সর্ব্বদৃষ্টি করেন। ৪৭।

জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেৎভ্রমরকীটবৎ ॥ ৪৮।

[অধুনা জীবন্মুক্তলক্ষণ কহিতেছেন]। জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি পূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির গুণসমূহ ত্যাগ করেন এবং তৈলপায়ী যেপ্রকার প্রগাঢ় চিন্তাদ্বারা ভ্রমরকীটত্ব প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার তিনি সর্ব্বদা অনুশীলন বশতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। ৪৮।

তীর্ত্বা মোহার্ণবং হত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্।
যোগী সর্ব্বসমাযুক্তআত্মারামোবিরাজতে ॥ ৪৯।

ভগবান শ্রীরাম যেপ্রকার সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাক্ষসসমূহকে বিনাশ করত সুহৃদ অমাত্য সমাযুক্ত হইয় বিরাজমান ছিলেন সেইপ্রকার যোগিব্যক্তি মোহসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাগদ্বেষাদি রাক্ষসনিবহকে সংহরণ পুরঃসর জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমাযুক্ত আত্মারাম হইয়া বিরাজিত হয়েন। ৪৯।

বাহ্যানিত্যসুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ শশ্বদন্তরেব প্রকাশতে ॥ ৫০।

বাহ্য অনিত্য-সুখ-বিষয়ে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-সুখে নিবৃত হইয়া ঘটস্থ দীপপ্রভার ন্যায় অন্তরেই প্রকাশমান থাকেন। ৫০।

উপাধিস্থোপি তদ্ধর্ম্মৈর্নির্লিপ্তোব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তোবায়ুবচ্চরেৎ ॥ ৫১।

মননশীল ব্যক্তি উপাধিস্থিত হইয়াও উপাধি ধর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হইবে না এবং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মূঢ়বৎ থাকিবে ও বায়ুবৎ অসঙ্গরূপে বিচরণ করিবে। ৫১।

উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা ॥ ৫২।

যে প্রকার জলে জল আকাশে আকাশ তেজে তেজ প্রবিষ্ট হয় সেই প্রকার মননশীল ব্যক্তি পরমেশ্বরে উপাধি বিলয় হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। ৫২।

যল্লাভান্নাপরোলাভো যৎসুখান্নাপরং সুখং।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৩।

[যদি বল ব্রহ্মেতে তাদৃশ লয় হইতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে কেন, কারণ যাহাতে কোন লাভ বা কোন সুখ থাকে তাহাতেই লোক সকল প্রবৃত্ত হয়, এবিষয়ে কহিতেছেন]। যে লাভহইতে অপর কোন লাভ নাই ও যে সুখহইতে অপর কোন সুখই নাই এবং যে জ্ঞান হইতে অপর কোন জ্ঞানই নাই তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভহইতে অপর কোন লাভাদিই গরিষ্ঠ নহে, এতাবতা তাহাতে অবশ্যই লোকের প্রবৃত্তি হইবে। [বস্তুতঃ সাংসারিক লাভাদিজন্য মনু-

ষ্যের যে কোন প্রকার সুখ হইয়া থাকে তাহা সমস্তই আত্মস্বরূপের প্রতিচ্ছবি, কারণ আত্মাভিন্ন অপর কোন বস্তুই সুখ পদার্থ নহে যে তাহা বিষয়োপভোগকালে চন্দনাদিবৎ শরীরে আগত হইয়া লিপ্ত হয়।] কিন্তু এই আত্মাই পরম সুখস্বরূপ, ইনি অবিদ্যা সম্বন্ধ বশতঃ জীবোপাধি প্রাপ্ত হইলে ইহার উপাধিভূত অন্তঃকরণ আবহমান কালাবধি নানা কামনাকলুষদ্বারা আবৃত থাকে সুতরাং তাহার সমস্ত কামনা পূরণের অভাবে সর্ব্বদাই তাহাকে দুঃখান্বিত প্রায় বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন২ সময়ে তাঁহার উক্ত কামনাসমূহের কোন অংশ পূরণ হইলে সন্তোষানুরূপ কিঞ্চিৎ সুখানুভব হয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত, যেপ্রকার মহা প্রভাবিশিষ্ট আদিত্যমণ্ডল নিবিড় মেঘাবলিদ্বারা আবৃত হইলে তাহার আলোকময় জ্যোতিঃসমূহ সম্যক্‌রূপে প্রাণিনিচয়ের দৃষ্টিগোচর হয় না পরে মন্দ২ বায়ুর দ্বারা যৎপরিমাণে সেই মেঘবৃন্দ চালিত হয় তৎ পরিমাণেই তাহার নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে সেইপ্রকার বিবিধ বাসনাবাসিত অন্তঃকরণদ্বারা আবৃত আত্মতত্ত্ব স্বয়ং সুখস্বরূপ হইয়াও প্রাণিসমূহকে সম্যক্ সুখী করিতে পারেন না, কিন্তু যখন তাহাদিগের অন্তঃকরণস্থা কোন২ বাসনা পূর্ণা হইয়া যে পরিমিত সন্তোষ জন্মে সেই পরিমাণেই কামনামালিন্যের কিঞ্চিৎ স্বচ্ছতা উদয় হইলে তাহাতে পরম সুখরূপ আত্মার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়, এইহেতু তৎকালে আমি সুখী বলিয়া জীবসকল অভিমান করে। যদ্যপি সুখস্বরূপ আত্মপদার্থ অন্তঃকরণের সন্তোষ বৃত্তিতে এতদ্রূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন তবে সমস্ত কামনাত্যাগরূপ মহাসন্তোষে যে মহাসুখের উদয় হয় ইহাতে সংশয় কি। ৫৩।

যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৪।

অপিচ যাহাকে দর্শন করিলে অপর কিছু দ্রষ্টব্য থাকে না ও যাহা হইলে পুনর্ব্বার হইতে হয় না এবং যাহাকে জানিলে অপর কোন জ্ঞানের আবশ্যক নাই তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৫৪।

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৫।

এবং যিনি তির্য্যক ও ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বত্র সত্তা ও জ্ঞান এবং আনন্দদ্বারা পূর্ণ অথচ অদ্বিতীয় (অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অপর পদার্থ নাই) ও অনন্ত এবং নিত্য ও এক (অর্থাৎ সজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু বর্জ্জিত) তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৫৫।

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ং।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৬।

কিঞ্চ যিনি বেদান্তবাক্যদ্বারা অতদ্ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ এতন্নহ এইরূপে সমগ্র প্রপঞ্চ পদার্থ নিষেধ করিয়া স্বয়ং যাহা নিষিদ্ধ না হয় তদ্রূপে লক্ষিত হয়েন এবং যাহাহইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ এবং এক অর্থাৎ সজাতীয় ভেদশূন্য তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৫৬।

অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনোঽখিলাঃ॥ ৫৭।

সেই অখণ্ডানন্দরূপ পরব্রহ্মের আনন্দলেশকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি দেহিগণ স্ব স্ব উপাধি তারতম্যহেতু তরতমরূপে আনন্দিত হয়েন। ৫৭।

ভেদযুক্তিমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে॥ ৫৮।

যেহেতু সেই ব্রহ্মের সহিত অখিল বস্তুগণ যুক্ত আছে এবং যাবতীয় ব্যবহার তদ্দ্বারাই অন্বিত হইয়াছে সেইহেতু যেপ্রকার দুগ্ধের সর্ব্বাংশে ঘৃত ব্যাপ্ত হয় সেইপ্রকার ব্রহ্মপদার্থ সর্ব্বগত হইয়াছেন। ৫৮।

অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ং।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৯।

যে বস্তু সূক্ষ্ম ও স্থূল এবং হ্রস্ব ও জন্য ও বিনাশি নহে এবং রূপগুণ বর্ণ অভিধানবিশিষ্টও নহে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৫৯।

যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৬০।

যাঁহার প্রভাহেতু সূর্য্যাদি জ্যোতির্গণ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি স্বীয় প্রকাশ্য সূর্য্যাদিদ্বারা প্রকাশিত নহেন ও যাঁহার প্রকাশহেতু সমস্ত বস্তু প্রকাশ পায় তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। ৬০।

স্বয়মন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নিখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিপ্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ॥ ৬১।

ব্রহ্মবস্তু সমস্ত পদার্থের অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসারকে প্রকাশনপূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত রহিয়াছেন। যেপ্রকার অগ্নিপ্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্য ব্যাপ্তিক্রমে তাহাকে প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হয় সেইরূপ। ৬১।

জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
ব্রহ্মান্যদ্ভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা॥ ৬২।

জগৎহইতে বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মপদার্থ, তদ্ভিন্ন অপর কিছুমাত্র বস্তু নাই, তবে সেই ব্রহ্মহইতে ভিন্ন যে কিছু প্রকাশ পায় তাহা জলশূন্য স্থানে মরীচিকায় জল ভ্রান্তির ন্যায় মিথ্যা। ৬২।

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ॥ ৬৩।

যে কোন বিষয় দর্শন করিতেছি বা শ্রবণ করিতেছি তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন নহে। কেননা তত্ত্বজ্ঞানহেতু সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ অদ্বয়রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন। ৬৩।

সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষ্যতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বতং ভানুমন্ধবৎ॥ ৬৪।

জ্ঞানচক্ষুঃ ব্যক্তি সত্তা ও জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে সর্ব্বগতরূপে দর্শন করেন অজ্ঞানচক্ষুঃ তাহা দর্শন করে না, যে-প্রকার অন্ধব্যক্তি ভাস্বৎ কিরণকে দেখিতে পায় না। সেইরূপ। ৬৪।

শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তোজ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ং ॥ ৬৫।

শ্রবণাদিদ্বারা উদ্দীপ্ত জ্ঞানরূপ অগ্নিকর্ত্তৃক পরিতাপিত হওত জীবপদার্থ সমস্ত মলহইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং দ্যোতমান হয় যেপ্রকার বহ্নিতপ্ত সুবর্ণ অখিল মালিন্যহইতে মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল কান্তিধারণ করে সেইরূপ। ৬৫।

হৃদাকাশোদিতোহ্যাত্মবোধভানুস্তমোঽপহৃৎ।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্বং প্রকাশতে ॥ ৬৬।

অজ্ঞানরূপ তমোঽপহারি আত্মবোধরূপ সূর্য্য হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বধারীরূপে প্রকাশ পায়েন ও সর্ব্ব বস্তুকে প্রকাশ করেন। ৬৬।

দিগ্দেশকালাদ্যনপেক্ষসর্ব্বগং শীতাদিহৃন্নিত্যসুখং নিরঞ্জনং।
যঃ স্বাত্মতীর্থং ভজতে বিনিষ্ক্রিয়ঃ সসর্ব্ববিৎ সর্ব্বগতোঽমৃতো-
ভবেৎ ॥ ৬৭।

যে ব্যক্তি দিক্ দেশ ও কালাদি অপেক্ষা রহিত ও সর্ব্বগত এবং শীতাদি দুঃখ অপহারক অথচ নিত্য সুখ-স্বরূপ মায়াতীত স্বকীয় আত্মরূপ তীর্থকে বিশেষ নিষ্ক্রিয় হইয়া ভজন করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগত হইয়া অমৃত হয়। ৬৭।

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ।
শঙ্করাচার্য্যবিরচিতমাত্মবোধ প্রকরণং সংপূর্ণং ॥ ৬৮।

পরমহংস ও পরিব্রাজক সকলের আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক বিরচিত এতদন্ত আত্মবোধ প্রকরণ সংপূর্ণ হইল। ৬৮।

শাকেযন্মথশায়কাদ্রিজলধিজ্যোৎস্নাধিনাথে মিতে
শ্রীনারায়ণচট্টরাজকৃতিনা নেত্রেন্দুমে ফাল্গুনে।
নত্বা শ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলং স্বাত্মাববোধোময়া
প্রোক্তঃ প্রীতিমভীপ্সতা স্বসুহৃদাং যত্নাদসৌ ভাষয়া ॥ ৬৯।

শকাব্দাঃ ১৭৭৫ পরিমিত ফাল্গুণের ত্রয়োদশ দিবসে শ্রীগুরুচরণারবিন্দে নমস্কারপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ-নামক মৎকর্ত্তৃক নিজ সুহৃদগণের প্রীতির নিমিত্ত দেশ-ভাষায় আত্মবোধ গ্রন্থ প্রকর্ষিত উক্ত হইল। ৬৯।

সমাপ্তঃ।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স্ সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।